যায়যায়দিন

তারিখ 27 MAR 2012

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা নিয়ে জটিলতা

যায়যায়দি রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষা বাস্তবায়ন বা প্রাথমিক স্তর (প্রথম-পঞ্চম)-এর সাথে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণীর একীভূতকরণ নিয়ে জটিলতায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়, দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ করা হবে। শিক্ষানীতি পাস হওয়ার দু'বছর পার হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। উল্টো শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই রকম সিদ্ধান্তের কারণে এর বাস্তবায়ন নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। রোববার প্রাথমিক স্তর (প্রথম-পঞ্চম)-এর সাথে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণীর একীভূতকরণ বিষয়ে কর্মকৌশল ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠক হয়। বৈঠক সূত্রে জটিলতার বিষয়টি জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনা সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব, এ সংক্রান্ত গঠিত সাব-কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, এর আগে একাধিক মিটিং হলে রোববার ছিল জরুরি মিটিং। কিন্তু এ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না মন্ত্রণালয়। সূত্র বলছে, এ ক্ষেত্রে অবকাঠামো, শিক্ষকদের মর্যাদা ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে প্রধান বাধা। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চপর্যায়ের এ বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত কর্মকর্তাকে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে গঠিত কমিটি বিকল্প বিভিন্ন বিষয় প্রস্তাব করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্টের কোনো তথ্য সাংবাদিকদের না জানাতে বলা হয়েছে।

প্রাথমিক অধিদপ্তরের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি বিকল্প যে কয়টি পথ দিয়েছে তা হচ্ছে বর্তমানে বিদ্যমান প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে অষ্টম শ্রেণীকে প্রাথমিক স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা।

তাছাড়া আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ধাপে ধাপে অর্থাৎ পরবর্তী তিন-চার শিক্ষাবর্ষে একটি করে শ্রেণীকে উন্নীত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরেকটি প্রস্তাব দিয়েছে তা হলো, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলমান শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণা করা। কর্মকর্তা বলছেন, এ মৌলিক শিক্ষাকে সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতার চাপ কমবে। নতুন কোনো ব্যবস্থা না করে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বজায় রেখেই এটিকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ সংক্রান্ত কমিটি যে দুটি প্রস্তাব দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রয়োজন তাতে ছয় থেকে সাত বছর প্রয়োজন। তাই রোববার গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে এখানে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে সংশয় দেখা দিয়েছে। কর্মকর্তা বলেছেন, এটা বাস্তবায়ন করলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। কারণ এ ব্যবস্থাটা তখন দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চাইছে সময় বেশি লাগলেও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হোক।

তবে রোববারের বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটিকে প্রাধান্য দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া এ পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিয়ে আরো পর্যালোচনা ও মতামত নেয়া হবে। প্রয়োজনে সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আরো মতবিনিময়ের জন্য সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন করা হবে। তারপরই এ ব্যাপারে মতামত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদারকে প্রধান করে নতুন শিক্ষানীতির আলোকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীতকরণের কর্মকৌশল প্রণয়নের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল। কমিটি কিছু দিন আগে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। প্রতিবেদনে তিনটি বিকল্প প্রস্তাবনা দেয়া হয়।

বৈঠকের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার সুবোধ চন্দ্র ঢালী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন।

রোববারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবদুল আউয়াল মজুমদার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম গোলাম ফারুক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।